R. N. No. 2532/57 Phone No. RGG.112 Regd No.—WB/MSD—4

Our Bricks are made of soil
Your dreams are made of
our toil
NIRMA
'Piyal Kunja"
Kamal Kumar Devi Sarani
Haridasnagar
P. O. Raghunathganj
Dist Murshidabad
Phone : Office 28 Resi : 161

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

বিবাহ উৎসবে
ভি, ডি ও ক্যাসেট স্যুটিং
এর জন্য যোগাযোগ করুন—
ষ্টুডিও চিত্রশ্রী
রঘুনাথগঞ্জ :: মুর্শিদাবাদ

৭৬শ বর্ষ
২৯শ সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ ২০শে অগ্রহায়ণ বুধবার, ১৩৯৬ সাল।
৬ই ডিসেম্বর, ১৯৮৯ সাল।
নগদ মূল্য : ৪০ পয়সা
বার্ষিক ২০৲

আমলাদের অসহযোগিতায় নিষ্ঠাবান কর্মীরা বিদ্যুৎ বিভ্রাট এড়াতে অক্ষম হচ্ছেন

রঘুনাথগঞ্জ : দুর্গাপূজা ও কালীপূজার পর এ অঞ্চলে লোডশেডিং এর দাপট আবার বৃদ্ধি পেয়েছে। গত ১ নভেম্বর রাত্রি ১০টা থেকে পরদিন সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত স্থানীয় শহরে ছিল গাঢ় অন্ধকার। এ ব্যাপারে খোঁজ নিয়ে জানা যায় স্থানীয় কে ভি, সাবষ্টেশনের গীয়ার পুড়ে যাওয়ায় এই বিপর্য্যয়। কারণ সম্বন্ধে বিদ্যুৎ বিভাগ জানান, কালীপূজায় ক্ষমতার অতিরিক্ত লোড দেওয়ায় গীয়ারের উপর অযথা চাপ পড়ে, ফলে ১ নভেম্বর গীয়ারটি পুড়ে যায়। আরোও জানা যায় গীয়ার দেখা শোনার ভারপ্রাপ্ত এ্যাঃ ইঞ্জিনীয়ার ও এ্যাণ্ড এম অসীমকুমার চৌধুরী গত '৮৮ সালের আগষ্টে এখানে কর্ম্মভার গ্রহণ করার পর থেকেই নাকি মাসের পনের দিনই বর্দ্ধমানে তাঁর বাড়ীতে থাকেন। ফলে অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ ঠিক সময় করা সম্ভব হয় না। সেদিনও গীয়ারটী অকেজো হয়ে পড়লে তাঁকে বা তাঁর সেকসনের চার্জম্যানকে ঘটনাস্থলে পাওয়া যায়নি। বহরমপুরে খবর দিলে ডিভিশন্যাল (৪র্থ পৃষ্ঠায়)

দামশ বিলে সরকারী ডাক বন্ধ হল কেন?

সাগরদীঘি : এই অঞ্চলের বালিয়া পঞ্চায়েতের সীমা মধ্যে দামশ বিল এক বিশাল জলাশয়। রামনগর, গোপালপুর, বালাগাছি, সিঙ্গেশ্বরী গৌরীপুর জামালবাটী উলাডাঙ্গা কাবিলপুর ও ভূপেন্দ্রনগর এই আটটি মৌজার তিনশ একরের বেশী জায়গা নিয়ে এই বিল। পাঁচ বছর আগেও এই বিলের ডাক হতো আশি হাজার টাকা। এই অঞ্চলের মৎস্যজীবিদের বিশাল অংশ এই বিলে মাছ চাষ করে ও বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করতেন। দামশের মালিক ছিলেন কংগ্রেসের প্রাক্তন অঞ্চল প্রধান কাবিলপুরের মনিরুদ্দিন সেখ। পরে সরকার থেকে এই বিল খাস করে নেওয়া হয় এবং বন্দোবস্ত দেওয়ার ব্যবস্থা হয়। বিলের এক অংশ খাস করার পরও অপর অংশের মালিকানা মনিরুদ্দিনের থাকায়, তাঁর ক্ষতি হবে এই দাবীতে তিনি বাকী অংশের ডাকের টাকা দিয়ে সমগ্র অংশটী তাঁকে জমা বন্দোবস্ত (৩য় পৃষ্ঠায়

পুরপতি কি সি পি এমের সভাসমিতির দায়ভার নিয়েছেন?

রঘুনাথগঞ্জ : সম্প্রতি সি পি এম বা তাদের শ্রমিক সংগঠন সিটুর পরিচালনায় যে সব সভা অনুষ্ঠিত হ'ল তার জন্য সভাস্থল পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করার কাজে পুর ঝাড়ুদারদের ব্যস্ততার সঙ্গে কাজ করতে দেখা যায়। অনুসন্ধানে প্রকাশ জঙ্গিপুর পুরসভা ওই সব ঝাড়ুদারদের ব্যয়ভার সম্পূর্ণ বহন করেছেন। শুধু তাই নয়—সিটুর পরিচালনায় গত ২৩ সেপ্টেম্বর বিদ্যুৎ বিভাগের যে কনভেনশন এখানে অনুষ্ঠিত হয়, তাতেও পুরপতিকে অগ্রণীর ভূমিকায় দেখা যায়। শোনা যাচ্ছে ঐ সময়ে পুরসভার অফিস থেকে পুরোনো বেশ কিছু মালপত্র বিক্রি করা হয়েছে এবং সেই টাকা পুরসভার হিসাবে জমা পড়েনি। দুর্মুখেরা বলছেন ঐ টাকা নাকি কনভেনশনের ব্যয়ভার বহনে সাহায্য করতে খরচ হয়েছে! গত ১৪ নভেম্বর ম্যাকেঞ্জী পার্কে মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু সি পি এমের নির্বাচনী প্রচারে যে জনসভা ডাকেন, সেই জনসভায় প্যাণ্ডেল তৈরীর ভারপ্রাপ্ত জনৈক ডেকরেটর সংস্থাকে পুরপতির (৩য় পৃষ্ঠায়)

মহকুমা হাসপাতাল চত্বর নরককুণ্ড

রঘুনাথগঞ্জ : মহকুমা হাসপাতালের ভেতর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার চেষ্টা চালাচ্ছেন হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। কিন্তু বাইরের সারাউণ্ডিং ড্রেনগুলি ও তার আশপাশ দীর্ঘদিন থেকে পরিষ্কার হচ্ছে না দেখা যাচ্ছে। মাঝে মনিগ্রামের মিনশারী সংস্থা তাঁদের তত্ত্বাবধানে হাসপাতালের ভিতর বাহির চতুর্দিক পরিষ্কার করে দেন। তারপর (৩য় পৃষ্ঠায়)

ওভারল্যাণ্ড-ইনভেষ্টমেণ্ট এজেণ্টের বিরুদ্ধে অভিযোগ

ফরাক্কা : এখানের ওভারল্যাণ্ড ইনভেষ্টমেণ্ট কোম্পানীর এজেণ্ট নারায়ণ মিশ্রের বিরুদ্ধে অর্থ আত্মসাতের অভিযোগ তুলে আমানতকারীরা ওভারল্যাণ্ডের অফিস ঘেরাও করেন। আমানতকারীদের অভিযোগ, উক্ত এজেণ্ট তাঁদের কাছ থেকে নিয়ম মত (৩য় পৃষ্ঠায়)

বিদ্যালয় গৃহ নির্ম্মাণের টাকা নয়ছয়

আহিরণ : সুতী ১নং ব্লকের আলুয়ানী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাকা ঘর নির্মাণে চলতি বছরের প্রথম দিকে ৫০ হাজার টাকা খরচ কর হয়। জেলা পরিষদ ঐ ঘর তৈরীর সব খরচই বহন করেন। কিন্তু ছ'মাস পার হতে না হতে ঘরের পাকা দেওয়াল, মেঝে ও ছাদ সবই ফেটে চৌচির বলে খবর। অভিভাবকেরা ছাত্রছাত্রীদের মাথার উপর ছাদ ভেঙ্গে পড়ার আশংকায় ছেলে মেয়েদের স্কুলে পাঠাতে ভয় পাচ্ছেন। অভিযোগ উঠেছে মঞ্জুর হওয়া টাকার সিংহ ভাগই লুটে পুটে খাওয়া হয়েছে। এদিকে স্থানীয় অঞ্চল প্রধান ঘটনাটি চাপা দেবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালাচ্ছেন বলে গ্রামবাসীরা জানান।

বাজার খুঁজে ভালো চায়ের নাগাল পাওয়া ভার,
দার্জিলিঙের চূড়ায় ওঠার সাধ্য আছে কার?
শুনুন মশাই, স্পষ্ট কথা বাক্য পরিষ্কার
মনমাতানো দারুণ চায়ের ভাঁড়ার চা ভাণ্ডার।।
সবার প্রিয় চা ভাণ্ডার, সদরঘাট, রঘুনাথগঞ্জ।
ফোন : আর জি জি ১৬

সর্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

২০শে অগ্রহায়ণ বুধবার ১৩৯৬ সাল

নয়া জমানায় অভিনন্দন

কেন্দ্রে দ্বিতীয় দফায় অকংগ্রেসী সরকার প্রতিষ্ঠিত হইল। কংগ্রেস (ই) শাসনের অবসান হউক, নূতন সরকার গঠিত হউক এবং দেশের জনগণের নিরুদ্বিগ্ন জীবন যাপনের পথ প্রশস্ত হউক এই প্রত্যাশায় জনসাধারণ বিগত লোকসভা নির্বাচনে যে রায় দিলেন, তাহাতে কংগ্রেস (ই) দল পর্যুদস্ত। জাতীয় ফ্রন্টের সরকার কেন্দ্রের শাসনভার পাইয়াছেন। এই ফ্রন্টের নেতা শ্রীবিশ্বনাথ প্রতাপ সিং প্রধান মন্ত্রীরূপে শপথ গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি দেশের সপ্তম প্রধান মন্ত্রী হইলেন। জনসাধারণের আপাত প্রত্যাশা পূরণ হইল।

অবশ্য প্রধান মন্ত্রী ভি পি সিং-এর এই পদ প্রাপ্তি কুসুমাস্তীর্ণ ছিল না। অন্যতম দলনেতা চন্দ্রশেখর যে বাধার সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাহা বেশ কঠিন ছিল। কিন্তু জাতীয় ফ্রন্ট নেতার বুদ্ধিমত্তা ও কৌশলের জন্য সে বাধা দূর হইয়া যায়। তাই তিনি উপস্থিত নিশ্চিন্ত রহিলেও অনেক দায়িত্ব লইয়া ফেলিলেন। তাঁহার সামনে বহু সমস্যা রহিয়াছে। সেই সব সমস্যার হিসাবমত মোকাবিলা তাঁহাকে করিতে হইবে।

তিনি দলের একক সংখ্যা গরিষ্ঠতা লইয়া সরকার গঠন করেন নাই। কাজেই এই সরকার চালানর ব্যাপারে অনেক চিন্তাভাবনা তাঁহাকে করিতে হইবে। পাঞ্জাব ও কাশ্মীর সমস্যা ত অগ্নিগর্ভ হইয়া রহিয়াছে ; এই দুইটি রাজ্য বিষয়ে প্রধান মন্ত্রীর ভূমিকা দেখিবার আছে। তিনি নিশ্চয়ই জানেন যে, তাঁহার দলের অনেকেই পদের লালসা করেন। সকলেরই দাবী পূরণ করা সম্ভব নয়। সে ক্ষেত্রে দলের অনেকেরই বিক্ষুব্ধ মনোভাব থাকিয়া যাইবে এবং ইহাতে তাঁহার ঝামেলা বাড়িবে।

ইহার পর আছে দেশের দুর্নীতি দূর করিবার প্রশ্ন যাহা তাঁহার নির্বাচনী প্রচারের প্রধান সম্বল ছিল। প্রসঙ্গতঃ দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির কথাও আসিয়া যায়, যদিও এত তাড়াতাড়ি সব দুর্নীতি দূর করা যাইবে না, তবু সাধারণ মানুষ আশা করিবেন যে, সব দুর্নীতি একেবারেই দূর হউক। ব্যক্তি মানুষ বিশ্বনাথ প্রতাপ সিং সৎ হইলেও তাঁহার দলের সকলেই যে তাহা হইবেন, এমত মনে করা হয়ত যাইবে না।

নির্বাচন ফলশ্রুতি কী ইঙ্গিত বহন করছে ?

বিশেষ প্রতিবেদক : নবম লোকসভা নির্বাচনোত্তর ফলশ্রুতি ভারতীয় রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে এক অচলাবস্থার পরিচায়ক বলে অনেকেই মনে করছেন। কারণ লোকসভার যে ৫২৫টি আসনে নির্বাচনের ফল প্রকাশ হয়েছে তাতে কোন দলই নিরঙ্কুশ সংখ্যা গরিষ্ঠতা পায়নি। কংগ্রেস একক সংখ্যা গরিষ্ঠ দল হয়েছে, দক্ষিণ ভারতের আঞ্চলিক দলগুলির ভরাডুবি ও কেরলে বাম সাম্যবাদী দলগুলির নাজেহাল অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে। উত্তর ভারতে কংগ্রেসের একছত্র আধিপত্য এবারে খর্বিত। শুধু তাই নয় রাজস্থানে কংগ্রেস একেবারে মুছে গেছে, গুজরাটেও অবস্থা প্রায় একই। উত্তর প্রদেশ, বিহার, হরিয়ানায় কংগ্রেসের ভরাডুবি ঘটেছে। পাঞ্জাবে নতুন শক্তিরূপে আত্মপ্রকাশ ঘটেছে ইন্দিরা হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত মানুগোষ্ঠীর। তদুপরি পঃ বঙ্গে ইন্দিরা হাওয়ায় জয়ী কংগ্রেসের তাবড় তাবড় নেতা পরাজিত। অসমের ১৪টি আসনের নির্বাচনে যে খুব ভাল একটা ফল হবে তাও কংগ্রেসের পক্ষে দুরাশা। সিকিমে মুছে গেছে কংগ্রেস। সেখানে একছত্র অধিপতি সিকিম সংগ্রাম পরিষদ কি লোকসভায়, কি বিধান সভায়। কিন্তু এত সত্ত্বেও কেন্দ্রে জনতা দলের যে মন্ত্রীসভা গঠিত হয়েছে তাও সংখ্যালঘু মন্ত্রীসভা। তাকে টিকে থাকতে হবে বি জে পি ও বাম সাম্যবাদী দলগুলির দয়ার সমর্থনে। ৪২ বছরের স্বাধীনোত্তর ভারতে এ ধরনের

প্রধান মন্ত্রীর সরকার কমিউনিষ্ট ও বি জে পি দলের সমর্থনের উপর দাঁড়াইয়া আছে। এই দুই দলের মধ্যে অহি-নকুল সম্পর্ক। বি জে পি সর্বভারতীয় ভিত্তিতে যে অভূতপূর্ব সাফল্যলাভ করিয়াছেন, তাহা অকল্পনীয়। এই দল নূতন উদ্যমে সংগঠনের পথে নামিবেন। জাতীয় ফ্রন্ট দল বি জে পি দলকে কোন অবস্থাতেই চটাইতে সমর্থ হইবেন না। তাহাতে ফ্রন্ট দলেরই বিপদ। সুতরাং কমিউনিষ্ট তথা বি জে পি দলের প্রতি ভবিষ্যৎ আচরণ বা মনোভাব সম্পর্কে প্রধান মন্ত্রীকে খুব সতর্কতার সহিত হিসাব করিয়া চলিতে হইবে।

সারা দেশের রাজনীতিতে নয়া জমানায় কি পরিস্থিতি দাঁড়াইবে তাহা দেশের সপ্তম প্রধান মন্ত্রীর বুদ্ধিমত্তা, কৌশল ও বিচক্ষণতার উপর একান্তভাবে নির্ভর করিবে। আমরা দেশের সাধারণ মানুষের কল্যাণ কামনার জন্য প্রধান মন্ত্রীর আগামী কর্মপ্রচেষ্টাকে অভিনন্দন জানাইতেছি।

সমস্যা কোনদিন ঘটেনি। এই ফলশ্রুতি কীসের ইঙ্গিত বহন করছে এ চিন্তা আজ সাধারণের মনে পাক খাচ্ছে। অনেকেই মনে করছেন এবারে রাজনীতিতে যে ভাবে সাম্প্রদায়িকতার প্রসার ঘটেছে তা ভারতের ধর্ম নিরপেক্ষতার পক্ষে ভীতিস্বরূপ। কিন্তু হিন্দু মৌলবাদ যদি সম্পূর্ণভাবে বি জে পিকে জয়ী করতো তবে বি জে পি নিশ্চয়ই এক-শোর বেশী আসন লাভ করতে সক্ষম হতো। তা কিন্তু হয়নি। দ্বিতীয় বৃহত্তম দল হিসাবে আত্মপ্রকাশ ঘটেছে কংগ্রেস থেকে ভেঙ্গে আসা নেতাদের নিয়ে গঠিত জনতা দলের। সে ক্ষেত্রে দেখা যায় জন মন থেকে কংগ্রেসের ভাবমূর্তির এখন পর্যন্ত অবলুপ্তি ঘটেনি। নেতা নির্বাচনের ক্ষেত্রে উত্তর ভারত এখনও কংগ্রেসী, এবং ভূতপূর্ব কংগ্রেসীদেরই নির্বাচিত করেছেন। সেদিক দিয়ে বিচার করলে ভারতীয় জনতা দল নিজস্ব ভাবমূর্তিতে এখনও অধিকাংশের সমর্থন আদায়ে সমর্থ হয়েছেন বলে মনে হয় না। অন্য দিকে সাম্যবাদী (মার্ক্সবাদী) দলগুলির ক্ষেত্রে নির্বাচকদের রায়ও খুব একটা পারিষ্কার নয়। কেন না পঃ বাংলায় তাদের বিপুল জয়লাভ ঘটলেও কেরলে ও ত্রিপুরায় তাঁরা বিপর্যস্ত। এবং সর্বভারতীয় ভিত্তিতে তাঁদের সাফল্যকে খুব একটা বিরাট কিছু বলে মনে করার হেতু নেই। আধকারের ভিত্তিতে হিসাব করলে তাঁরা বরং পিছু হটেছেন বলে ধরে নেওয়া যায়। সেইদিক দিয়ে হিসাব নিকাশ করলে এটুকুই পরিষ্কার যে নির্বাচক মণ্ডলীর অধিকাংশ রাজীব বা বর্তমান কংগ্রেসী শাসকদের সততায় আস্থা হারিয়ে তাঁদের প্রতিকূলে রায় দিয়েছেন এবং যাঁরা তাঁদের সেই নীতিহীনতার প্রতিবাদ জানিয়ে দলত্যাগ করেছিলেন তাঁদের অনুকূলে রায় দিয়েছেন। তাই এই নির্বাচনী ফল থেকে এই ইঙ্গিত প্রকাশ পায় যে রাজীব গান্ধী ও তাঁর অন্ধ স্তাবকদের বাদ দিয়ে যদি কংগ্রেস আবার নতুন রূপ নেয় তবে জনগণ দেশ শাসনের অধিকার তাঁদের হাতে ছেড়ে দিতে অনিচ্ছুক নয়। আর বি জে পির সমর্থনের পরিপ্রেক্ষিতে এ তথ্য পরিষ্কার যে অহেতুক মুসলিম তোষণের প্রতি সংখ্যা গরিষ্ঠ হিন্দুরা বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েছেন। তাঁরা বি জে পির জাতীয়তাবাদ নীতি হিন্দু মুসলিম, বৌদ্ধ, জৈন, শিখ, খৃষ্টান সমস্ত ধর্মের মানুষের জন্য সম-আইনের পক্ষপাতী। ভারতের রাজনীতিতে ও শাসন ব্যবস্থায় সুষ্ঠু গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ফিরিয়ে আনতে এই মুহূর্তেই শাসক সম্প্রদায়কে মানুষের সামনে তাঁদের সৎ নির্লোভ মানসিকতার প্রমাণ দিতে হবে। এক দলীয় শাসন যে ভারতীয় নির্বাচক মণ্ডলীর না-পছন্দ তা তাঁরা তাঁদের নির্বাচনী রায়ে প্রকটভাবে দেখিয়ে (৩য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

দাদাঠাকুরের পুরোনো সম্পাদকীয়র অংশ বিশেষ

স্বাধীনতা লাভের পর হইতেই শ্রীজহরলাল নেহেরু ভারতের প্রধান মন্ত্রী, ভারত গবর্ণমেণ্টকে বর্তমানে নেহেরু গবর্ণমেণ্ট বলা হয়। দেশের সুশাসন ও কুশাসনের সুনাম ও দুর্নামের জন্য দায়ী তিনি। গোড়াতে এই সব দুর্নীতি দমনের চেষ্টা করিলে এই দুর্নীতির অগ্নিশিখা ভারতময় পরিব্যাপ্ত হইতে পারিত না। এক-জনের দুর্নীতিলব্ধ অট্টালিকা অন্যের কাম্য বস্তু-রূপে সাধারণ মানুষের মধ্যে এই অপকর্ম্ম সংক্রমিত হইয়া সমস্ত রাজ্যটাকে ছারখার করিবার উপক্রম করিয়াছে। এক একটা পরিকল্পনা দুষ্ট লোকের রোজগারের পন্থা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইংরাজ যাইবার সময় ভারতের তহবিলে পৌনে তিন শত কোটি টাকা দিয়া গিয়াছিল। এই পাঁচ বৎসরে নেহেরু সরকার তাহার মধ্যে মাত্র সাতচল্লিশ কোটি টাকা অবশিষ্ট রাখিয়াছেন। কেবল শাসন শৈথিল্যের জন্য চোরের স্পর্দ্ধা বাড়িয়া গিয়াছে। চুরি ধরা পড়িলেও দণ্ড হয় না দেখিয়া চোরের সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়া পড়িয়াছে। শুধু ইংরাজের দেওয়া টাকা উড়িয়া যায় নাই দেশের লোকের রক্ত শোষণ করিয়া যে বাড়তি ট্যাক্স আদায় হইয়াছে তাহাও উড়িয়া গিয়াছে।

আজ উৎপাদন এক ছটাক বাড়ে নাই, কাপড়ের অভাব ঘোচে নাই; বিদ্যালয়, হাস-পাতাল উঠিয়া যাইতেছে। উন্নতিটা কোন দিকে হইয়াছে। চোরের স্পর্দ্ধা বাড়ানো ঘরে আগুন দেয়ার চেয়ে সাংঘাতিক। জহরলালজী ভারতের প্রধান মন্ত্রী, তিনিই ভারতীয় কংগ্রেসের সভা-পতি। নির্বাচনের আগে এবং পরে তিনি বার-বার বলিয়াছেন তিনি সব শোধন করিবার চেষ্টা করিবেন। তাঁহার কথায় ও কাজে সামঞ্জস্য থাকিলে ভারতে আজ আগুন জ্বলিত না। তিনি অপরাধীর অপরাধের প্রমাণ পাইয়াও কিছু করেন নাই। বাঙলার প্রধান মন্ত্রী বিধান রায়ের বিরুদ্ধে যে সব অভিযোগ হইয়াছিল, তার পাঁচটি স্বীকার করিয়াও তিনি তাহার প্রতিকার করিতে পারেন নাই। পার্লামেণ্টে চন্দ্রভানু গুপ্তের চিনিওয়ালাদের কাছে টাকা লইয়া টিকিট দেওয়ার কথা শুনিয়া চটিয়া উঠিলেন, কিন্তু কিছু করিতে পারিয়াছেন কি? সার কেলেঙ্কারীতে যে জয়েণ্ট সেক্রেটারী কোটি টাকার দায়ে ধরা পড়িলেন, তাহার কি করিয়াছেন? ইচ্ছা করিলে তাঁহার স্বনামী বেনামী সম্পত্তি আটক করিতে তিনি পারিতেন না কি? জীপ ক্রয় এবং অস্ত্র ক্রয় কেলেঙ্কারীতে কৃষ্ণ মেননের বিরুদ্ধে অডিটরের রিপোর্ট পাইয়াও কি করিয়াছেন? এখনও কি তিনি এ সবের প্রতিকার করিতে পারেন না। সারা ভারতে শ পাঁচেক চোরা কারবারীকে ধরিতে কত দিন লাগে? চাই ইচ্ছা ও চেষ্টা।

[জঙ্গিপুর সংবাদ
২৮শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৯ সাল]

ডাক বন্ধ হল কেন

(১ম পাতার পর)

দেওয়া হোক বলে মহামান্য হাইকোর্টে মামলা দায়ের করেন ও তাঁর স্বপক্ষে রায় পান। কিন্তু শাসক দল তাঁকে জব্দ করতে ডাক বন্ধ করে দেন। দামশ বিল হয়ে উঠে চোরা মৎস্য শিকারী ও রাজনৈতিক নেতাদের অর্থ রোজগারের একটা মস্ত পথ। এই নিয়ে আমাদের পত্রিকায় সে সময় একাধিক লেখালেখি হওয়ায় মুর্শিদাবাদের জেলা কালেক্টার গত বছর মাঘ, ফাল্গুন চৈত্র তিন মাসের জন্য মনিরুদ্দিন সেখকে বিলটি এক লক্ষ টাকায় বন্দোবস্ত দেন। এরপর চলতি বছরের বৈশাখ থেকে আবার সেখানে শুরু হয়েছে মাৎস্যন্যায়ের যুগ। রাজনৈতিক নেতাদের সাহায্যে ও প্ররোচনায় মাছ চোরের দল মহিপাল রেল ষ্টেশন ও লালগোলা হয়ে রেল পথে লক্ষ লক্ষ টাকার মাছ চালান দিয়ে মুনাফা লুটছে। স্থানীয় গ্রামবাসীদের বক্তব্য, কেন এবং কাদের চাপে প্রশাসন সরকারী ক্ষতি করে মাছ চোরদের স্বার্থরক্ষা করছেন?

দায়ভার নিয়েছেন

(১ম পাতার পর)

লিখিত আদেশে বিনা ভাড়ায় বেশ কিছু টিউবওয়েলের নতুন ও পুরোনো পাইপ দেওয়া হয়। সি পি এম বনে গিয়ে পুরপতি পার্টির প্রয়োজনে দোকান ঘুরে চাঁদা তুলুন, সভা সমিতিতে বক্তৃতা দেন তাতে জনসাধারণের কিছু যায় আসে না। কিন্তু জনসাধারণের টাকা অপচয়ের অধিকার তাঁকে কে দিয়েছে পুরবাসীরা জানতে চান? জনৈক বাম-সমর্থক কমিশনারকে এ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন তিনিও এসব শুনেছেন তবে এ ব্যাপারে কোন মিটিং বা রেজুলিউশন হয়েছে বলে তিনি জানেন না। বিরোধী কমিশনারদের অভিযোগ পুরবোর্ড এখন সম্পূর্ণ সি পি এমের অফিসে রূপান্তরিত এবং পুর-পতি তাদের নির্দেশেই কাজ করে চলেছেন।

এজেণ্টের বিরুদ্ধে অভিযোগ

(১ম পাতার পর)

প্রতি দিনের টাকা নিয়ে এসেও কোম্পানীর ঘরে জমা দেননি। এ ঘটনা তাঁরা জানতে পারেন অফিস কার্ডে ও তাঁদের কাছে রাখা কার্ডে অঙ্কের বিরাট পার্থক্য থেকে। অফিস ঘেরাও করে তাঁরা ম্যানেজারের কাছে এই মুহূর্ত্তে তাঁদের দেওয়া টাকা ফেরৎ দেবার দাবী জানান। শেষ পর্যন্ত উর্দ্ধতন কর্তৃ-পক্ষের চাপে এজেণ্ট ১০/১১ হাজার টাকা আমানতকারীদের ফেরৎ দেন। ঘটনাটি এ অঞ্চলে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছে এবং ওভার-ল্যাণ্ডের সুনাম হানি ঘটিয়েছে।

হাসপাতাল চত্বর নরককুণ্ড

(১ম পাতার পর)

আবার যে কার সেই। সম্প্রতি নির্বাচনী সভা করতে মুখ্যমন্ত্রী আসায় খুব ভালভাবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা হলো হাসপাতাল। একেবারে ঝকঝকে তকতকে। জনৈক ভুক্তভোগী রোগীর মন্তব্য, মুখ্যমন্ত্রী যদি মাঝে মধ্যে শহরে আসেন তবে আমাদের এই নরকে বাস করতে হয় না। এদিকে এই হাসপাতালে সুইপারের কোন অভাব নেই। কিন্তু তাদের দিয়ে কাজ করিয়ে নেবার ক্ষমতা কর্তৃপক্ষের নেই। কোন কর্মীই কাজ সম্বন্ধে সচেতন নন, তার উপর রয়েছে ইউনিয়নের দাপট। তিনজন সোসাল ওয়েলফেয়ার কর্মী হাস-পাতাল দেখাশোনার জন্য আছেন বলে জানা যায়। তিনজন ওয়ার্ড মাষ্টারও নিযুক্ত রয়েছেন এখানে। তাঁদের কোন কাজেই দায়িত্ব নিতে দেখা যায় না। এদিকে ওয়েলফেয়ারের কর্মীরা নিজেদের স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য একটি পৃথক ঘর দাবী করে তীব্র আন্দোলন গড়ে তুলেছেন বলে খবর। অন্যদিকে হাসপাতালটিতে রোগীর চাপ এত বেশী যে ২৫০ বেডের দোতলা এই মহকুমা হাসপাতালে প্রায় সময় মেঝেতে রোগীর বেডের ব্যবস্থা করতে হয়।

কী ইঙ্গিত বহন করছে

(২য় পাতার পর)

দিয়েছেন। তাই অবস্থা দাঁড়িয়েছে বহু দলীয় কোয়ালিশন নিয়ে এক জাতীয় শাসন ব্যবস্থা প্রস্তুত করার। সেই ব্যবস্থার বিরোধীতা করে একটি মাত্র দলকে বাইরে থেকে শুধুমাত্র অনৈতিক সমর্থন দিলে সেই ব্যবস্থাকে বেশি-দিন টিকিয়ে রাখা সম্ভব হবে না। এক্ষেত্রে সব কিছু ভুলে গিয়ে বহু দলীয় কোয়ালিশন সরকার গড়ে তুলতে হবেই। প্রত্যেক দলকেই বিরোধীতা ভুলে জাতীয় সরকার গঠনে উদ্‌বুদ্ধ হতে হবে। নইলে জনমতের মর্য্যাদা দান হবে না বলেই বুদ্ধিজীবীরা মনে করেন। তা যদি না করা হয়, তবে জনগণ ধরে নেবেন যাঁদের হাতে তারা ভার তুলে দিয়েছেন তাঁরা নিজের নিজের দলের প্রভাব বৃদ্ধি ঘটিয়ে শাসন ক্ষমতা কুক্ষিগত করার অশুভ নেশায় মেতেছেন। এবং তার ফল-শ্রুতি হবে জনমনের আকাঙ্খাকে দূরে সরিয়ে রাখার মত অপরাধ। জনগণের এই চিন্তা-ধারা অর্থাৎ কোয়ালিশন নিয়ে পরীক্ষ নিরীক্ষার আকাঙ্খার প্রতিফলন দেখা যায় গোয়া বিধানসভার প্রতিনিধি নির্বাচনের ক্ষেত্রে। এ খানে কংগ্রেস ও মহারাষ্ট্রবাদী গোমন্তক পার্টি সমান সমান আসন লাভ করেছেন। এবং সেখানে কোয়ালিশন মন্ত্রীসভা নিয়ে চিন্তা ভাবনা চলছে বলে জানা যায়।

বিজ্ঞপ্তি

সর্বসাধারণের অবগতির জন্য জানান যাইতেছে যে, পঃ বঃ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের নোটিফিকেশন নং এস/৮৭১ তাং ৪-১১-৮৯ অনুসারে রঘুনাথগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয়ের পরিচালন সমিতির নির্বাচন আপাততঃ স্থগিত রহিল।

প্রধান শিক্ষক
রঘুনাথগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয়

ভুল সংশোধন

গত ২৯ নভেম্বর 'সাম্প্রদায়িক বাধা ঠেলে সি পি এম পুনরায় জয়ী হলো' শীর্ষক সংবাদে এস ইউ সির প্রাপ্ত ভোট ৫,৮৯৭ স্থলে ভুলক্রমে ৮,৮৯৭ মুদ্রিত হয়েছে।

জমি বিক্রয়

১। ভদ্র পরিবেশে বসবাস করার উপযুক্ত রঘুনাথগঞ্জ গার্লস হাই স্কুলের সংলগ্ন ১৮ কাঠা জায়গা একত্রে বা প্লট করিয়া বিক্রয় হইবে।

২। পিয়ারাপুর গ্রাম সংলগ্ন হাইরোড লাগা ব্যবসার উপযোগী ৬॥ কাঠা জায়গা বিক্রয় হইবে। যোগাযোগের স্থান—

শ্রীরাজারাম মুন্দ্রা, জঙ্গিপুর

এড়াতে অক্ষম হচ্ছেন

(১ম পাতার পর)

ইঞ্জিনিয়ারের লোকজন এসে গীয়ারটি পুনরায় চালু করেন। বিদ্যুৎ বিভাগের অভিযোগ, হুক দিয়ে বিদ্যুৎ চুরি বন্ধ না হলে এভাবে অধিক লোড টানায় গীয়ার ক্ষতিগ্রস্ত হবেই। প্রমাণ স্বরূপ তাঁরা জানান, রঘুনাথগঞ্জ থানার শিমলা গ্রামে বিদ্যুৎ গ্রাহক মাত্র ২১ জন, কিন্তু তা সত্ত্বেও সেখানকার গীয়ারটি চালে পুড়ে যায়। প্রসঙ্গতঃ আরো জানা যায়—জঙ্গিপুর মহকুমায় ফরাক্কা, ধুলিয়ান, সাগরদীঘি ও রঘুনাথগঞ্জে চারটি পাওয়ার ষ্টেশন আছে। গীয়ারের প্রয়োজনে গীয়ার অয়েল আসে অনিয়মিত। ফলে তেলের অভাবে গীয়ারকে চালু রাখার ব্যাপারে প্রতিবন্ধকতা দেখা দেয়। এই তেল সরবরাহ করা হয় শান্তিপুর ষ্টোর থেকে। মাঝে মধ্যেই সরবরাহ বন্ধ থাকে। তার উপর পাওয়ার ষ্টশন গুলিতে পুলিশ প্রহরার তেমন কোন ব্যবস্থা না থাকায় তেল চুরির ঘটনাও ঘটছে বলে অভিযোগ করেন বিদ্যুৎ কর্মীরা। এই সব বিভিন্ন কারণেই নিষ্ঠাবান ও পরিশ্রমী কর্মীরা সজাগ থেকেও বিভ্রাট এড়াতে অক্ষম হচ্ছেন।

কিস্তিতে মোটর বাইক/স্কুটার/টিভি/বাস/লরী কিনবেন?
বাড়ী করার জন্য লোন চান? বাস্তু জমি বা পুরানো বাস, লরী, মোটর সাইকেল, টিভি প্রভৃতি কেনাবেচা করতে চান? সত্বর যোগাযোগ করুন।

দিলসনস্ মিউচুয়ালাইজার
DILSONS MUTUALISER
শ্মশানঘাট রোড, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ, জেলা মুর্শিদাবাদ ৭৪২২২৫
বিঃ দ্রঃ ধুলিয়ান শাখা অফিস খোলার জন্য বেতন ও কমিশনে কর্মী চাই

যৌতুকে V I P
সকল অনুষ্ঠানে V I P
ভ্রমণের সাথী V I P
এর জুড়ি কি আর আছে!
সংগ্রহ করতে চলে আসুন দুলুর দোকানের
V I P সেন্টারে
এজেন্ট
প্রভাত ষ্টোর (দুলুর দোকান)
রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ

হোটেল সম্রাট
ধুলিয়ান।। মুর্শিদাবাদ
(ফোন ৮৬)
রূপ মেডিক্যালের সামনে দোতলায়
রুচিসম্মত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন আহার ও থাকার একমাত্র নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।

আপনি কি চান, গালভরা নাম না শক্তিভরা সিমেন্ট?

গালভরা নামে কি আসে যায়। কিন্তু উচ্চমানের সিমেন্টের কোন বিকল্প নেই।
দুর্গাপুর সিমেন্টের বৈশিষ্ট্য:
* রিইনফোর্সড্ এবং প্রি-কাস্ট কংক্রিট স্ট্রাকচারের পক্ষে আদর্শ।
* স্যাঁৎসেতে পরিবেশের উপযোগী।
* সমুদ্রের জল, সালফেট এবং অন্যান্য রাসায়নিক পদার্থের প্রতিক্রিয়া রোধক।
* দুর্গাপুর স্টীল প্ল্যান্টের সেরা স্ল্যাগ থেকে তৈরী।
* আধুনিক প্রি-ক্যালসিনেটর প্ল্যান্টের ক্লিংকার, যা কমপিউটার দ্বারা মান বিচার করে তৈরি।
* মেট্রোরেল, ন্যাশানাল থার্মাল পাওয়ার করপোরেশন, দুর্গাপুর স্টীল প্ল্যান্ট এবং ইসকোর আধুনিকীকরণ, বক্রেশ্বর থার্মাল পাওয়ার প্ল্যান্ট এবং আরও অনেক বৃহৎ প্রকল্প নির্মাণে জড়িত।
* ব্যবহার কেন্দ্র থেকে কারখানা কাছে থাকায়, এই সিমেন্ট তাজা মেলে।
* সঠিক ওজন, সস্তা দাম।
* কারখানা পশ্চিমবঙ্গের ভেতরে থাকায় বহন করার ক্ষতি কম।
* আই এস আই দ্বারা নির্ধারিত কমপ্রেসিভ শক্তির থেকে অধিক শক্তি।
ও হ্যাঁ। তাছাড়া আমরা গালভরা বিখ্যাত নামের কথাও বলতে পারি। কারণ আমরা একটি বিখ্যাত বিড়লা উদ্যোগ।

দুর্গাপুর সিমেন্ট
একটি বিড়লা প্রতিষ্ঠান
ফ্যাক্টরী: দুর্গাপুর-৭১৩২০৩ (পশ্চিমবঙ্গ)
কলকাতা অফিস: বিড়লা বিল্ডিং, ৯/১ আর এন মুখার্জী রোড, কলকাতা-৭০০ ০০১
দুর্গাপুর সিমেন্ট - শক্তি এমন স্টীল যেমন
DPS/DC-892 BENG

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) পণ্ডিত প্রেস হইতে অচ্যুতম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।